بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ জুন, ২০১৮ মোতাবেক ২২ এহসান ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাথমিক যুগের নিবেদিতপ্রাণ একজন সাহাবী ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)। তাঁর পিতা হযরত "ইয়াসের" ছিলেন কোহতানী বংশোদ্ভূত। তাঁর আসল নিবাস ছিল "ইয়েমেন"। নিজের দু'ভাই হারেস এবং মালেকের সাথে আপন আরেক ভাইয়ের সন্ধানে তিনি মক্কায় এসেছিলেন। হারেস এবং মালেক ইয়েমেনে ফিরে গেলেও হযরত ইয়াসের (রা.) মক্কাতেই বসতি স্থাপন করেন আর আবু হুযায়ফা মাখযুমের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুলেন। আবু হুযায়ফা নিজ দাসী হযরত সুমাইয়াকে তার সাথে বিয়ে দেন, যাদের ঘরে হযরত আম্মার (রা.)'র জন্ম হয়। আবু হুযায়ফার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হযরত আম্মার এবং হযরত ইয়াসের (রা.) তার সাথে ছিলেন। ইসলামের অভ্যুদয় ঘটলে হযরত ইয়াসের, হযরত সুমাইয়া, হযরত আম্মার এবং তাদের ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াসের ঈমান আনেন। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) বলেন, আমি হযরত সোহেইব বিন সিনানের সাথে দ্বারে আরকামের প্রবেশপথে সাক্ষাৎ করি। মহানবী (সা.) (তখন) দ্বারে আরকামে ছিলেন, আমি সোহেইবকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ? সোহেইব বলেন, তোমার অভিপ্রায় কী? আমি বলি, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁর বাণী শুনতে চাই। সোহেইব বলেন, আমারও একই ইচ্ছা। হযরত আম্মার (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করেন আর আমরা ইসলাম গ্রহণ করি। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সেখানে অবস্থান করি, এরপর আমরা চুপিসারে দ্বারে আরকাম থেকে বেরিয়ে আসি। হযরত আম্মার (রা.) এবং হযরত সোহেইব (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন পর্যন্ত ত্রিশজনের অধিক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

[১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৮৬-১৮৭, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) বলেন, **আমি মহানবী (সা.)-কে তখন দেখেছি যখন তাঁর সঙ্গে কেবল পাঁচজন ক্রীতদাস, দু'জন মহিলা এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন।**

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, বাব ইসলামে আবি বাকার সিদ্দীক (রা.), হাদীস নং: ৩৮৫৭]

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেসব সাহাবী সম্পর্কে এক জায়গায় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **'মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর বেশ কয়েকজন লোককে আল্লাহ্ তা'লা (ইসলাম) সেবার তৌফিক দিয়েছেন আর দরিদ্রদের মধ্য থেকেও বেশ কয়েকজন ইসলামের যুগান্তকারী সেবা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখ, হযরত আলী (রা.) সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন,**

হযরত হামযা (রা.) অভিজাত পরিবারের ছিলেন, হযরত উমর (রা.) কুলীন বংশের ছিলেন, হযরত উসমান (রা.) ছিলেন উচ্চ বংশীয় অপরদিকে (হযরত) যায়েদ (রা.), (হযরত) বেলাল (রা.), (হযরত) সামুরা (রা.), (হযরত) খাব্বাব (রা.), (হযরত) সোহেইব (রা.), (হযরত) আমের (রা.), (হযরত) আম্মার (রা.) এবং আবু ফুকায়হা (রা.) (তারা) অন্ত্যজ বা নিম্ন বংশের মাঝে গণ্য হতেন। মোটকথা, কুলীনদের মধ্য থেকেও কুরআনের সেবক নির্বাচন করা হয়েছে এবং অন্ত্যজদের মধ্য থেকেও (কুরআনের সেবক নির্বাচন করা হয়েছে।)' (তফসীরে কবীর, অষ্টম খণ্ড, পৃ: ১৭৬)

তিনি (রা.) এক জায়গায় বলেছেন, **'হযরত সুমাইয়া (রা.) একজন দাসী ছিলেন। আবু জাহেল তাকে চরম কষ্ট দিত যেন তিনি ঈমান থেকে বিচ্যুত হন, কিন্তু যখন তার অবিচলতায় কোন চির ধরে নি (তার ঈমানকে যখন কেউ দোদুল্যমান করতে পারে নি) তখন এক দিন ক্রোধান্বিত হয়ে আবু জাহেল তার লজ্জাস্থানে বর্শাদ্বারা আঘাত করে তাঁকে শহীদ করে। হযরত আম্মার (রা.) সুমাইয়া (রা.)'র পুত্র ছিলেন। তাকেও উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে রাখা হতো এবং ভীষণ কষ্ট দেয়া হতো।'** (তফসীরে কবীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৪৩)

উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, ইতিহাসে লেখা আছে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) মক্কার সেসব দুর্বল লোকদের একজন ছিলেন যাদেরকে কষ্ট দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন ধর্ম পরিত্যাগ করে। মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, যারা **'মুস্তাযআফিন'** (অর্থাৎ দুর্বল ছিলেন, পবিত্র কুরআনে যেসব দুর্বল এবং অসহায় লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে) তারা হলেন, মক্কায় যাদের নিজস্ব কোন গোত্র ছিল না আর তাদের রক্ষকও কেউ ছিল না আর তাদের কোন শক্তিও ছিল না। কুরাইশরা এসব মানুষকে দুপুরের প্রচণ্ড দাবদাহে অকথ্য নির্যাতন করত যেন তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেন। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৮৭, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

একইভাবে উমর বিন আল হাকাম বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) হযরত সোহেইব (রা.) এবং হযরত আবু ফুকায়হা (রা.)'র ওপর এরূপ অকথ্য নির্যাতন করা হতো যে, তাদের মুখ থেকে অনেক সময় সেসব কথা বেরিয়ে যেত যা তারা সঠিক বা সত্য মনে করতেন না। (কিন্তু শত্রুরা নির্যাতন করে তাদের মুখ থেকে সেসব কথা বের করিয়ে নিত।)

[১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৮, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

অনুরূপভাবে বর্ণনায় এসেছে মুহাম্মদ বিন কাব কুরেযী বর্ণনা করেন, একজন আমাকে বলেছেন তিনি হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে একটি পায়জামা পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আম্মার (রা.)'র পিঠে ফোসকা এবং ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাই, আমি জিজ্ঞেস করি এটি কী? তখন হযরত আম্মার (রা.) বলেন, মক্কার কুরাইশরা দুপুরের প্রচণ্ড দাবদাহে আমাকে যে অত্যাচার ও নির্যাতন করত, এটি সেই নির্যাতনের (দুঃসহ) স্মৃতিচিহ্ন। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৮, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

আমর বিন মায়মুন বর্ণনা করেন, মক্কার মুশরিকরা হযরত আম্মার (রা.)-কে আগুনে পুড়িয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আম্মার (রা.)'র পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার

মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, **'ইয়া নারু কূনী বারদাওঁ ওয়া সালামান আলা আম্মার কামা কুনতে আলা ইবরাহীম'**। হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের মতো আম্মার (রা.)'র জন্যও ঠাণ্ডা এবং সুশীতল হয়ে যাও। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৮, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

পুনরায় বর্ণনায় এসেছে হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) বলেন, আমি এবং মহানবী (সা.) মক্কার উপত্যকা অতিক্রম করছিলাম। মহানবী (সা.) আমার হাত ধরে রেখেছিলেন। আমরা আবু আম্মার, আম্মার (রা.) এবং তার মায়ের কাছে যাই। তাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছিল। তখন হযরত ইয়াসের (রা.) বলেন, সবসময় কি এমনটি হতে থাকবে? তিনি (সা.) হযরত ইয়াসের (রা.)-কে বলেন, ধৈর্য ধর। একই সাথে তিনি (সা.) এই দোয়া করেন, **'হে আল্লাহ্! ইয়াসের এর পরিবারকে ক্ষমা কর আর নিশ্চয় তুমি এমনটি করেছ।'** [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৮, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই অবহিত করেছিলেন যে, তারা যে দুঃসহ পরিস্থিতির শিকার হচ্ছিলেন এ কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

একটি বর্ণনায় এসেছে মহানবী (সা.) আম্মারের পরিবারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন তাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছিল। তিনি (সা.) বলেন, **'হে আম্মারের পরিবার! আনন্দিত হও, নিশ্চিতরূপে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।'** [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৮, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ইয়াসের বংশের বসতিস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। [বৈরুতের দারুল হাবিল থেকে প্রকাশিত ইসতিআব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৮৯, ইয়াসের বিন আমের (রা.)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, **সর্বপ্রথম সাতজন ইসলাম (গ্রহণের) ঘোষণা দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আম্মার (রা.), তার মা সুমাইয়া (রা.), হযরত সোহেইব (রা.), হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত মিকদাদ (রা.)। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করিয়েছেন তাঁর চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে আর হযরত আবু বকর (রা.)'র সুরক্ষা করিয়েছেন তার বংশের মাধ্যমে।** (বর্ণনায় সংখ্যার দিক থেকে ভুলও হতে পারে, পূর্বে এসেছে হযরত আম্মার (রা.) যখন বয়আত করেন ততদিনে ত্রিশ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যাহোক, তাঁর রেওয়ায়েত হল, এরা প্রথম সারিতে ছিলেন এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো) যাহোক তিনি বর্ণনা করেন, **হযরত আবু বকর (রা.)'র সুরক্ষা হয়েছে তার বংশের মাধ্যমে আর অন্য যারা ছিল তাদেরকে মুশরিকেরা পাকড়াও করে, তাদেরকে তারা লৌহবর্ম পরিয়ে রোদে ঝলসানোর জন্য ছেড়ে দিত। তাদের মধ্যে বেলাল (রা.) ছাড়া আর কেউ এমন ছিল না যারা তাদের ইচ্ছানুসারে চলে নি। বেলাল (রা.) নিজ সত্তাকে খোদার খাতিরে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তার জাতির কারণে তাকে লাঞ্ছিত করা হত। কুরাইশরা তাকে বখাটে ছেলেদের হাতে তুলে দিত আর তারা তাকে মক্কার অলিগলিতে টেনে-হিঁচড়ে বেড়াতো আর তিনি শুধু বলতেন 'আহাদ' 'আহাদ'।** (১৯৯৮ সালে বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে প্রকাশিত মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৭৬, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বর্ণিত হাদীস নং ৩৮৩২)

হযরত আম্মার (রা.)-কে মুশরিকরা পানিতে চুবিয়ে কষ্ট দিত অর্থাৎ তার মাথা পানিতে ডুবিয়ে রাখতো, প্রহার করত এবং অন্যান্য কষ্ট তো দিতই। একই নির্যাতন বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের বিরোধীদের করা হয়, বা কোন কোন সরকারও অপরাধীদের (এরূপ) শাস্তি দেয়। মোটকথা, তাদের ওপর এর চেয়ে বেশি নির্যাতন চালানো হত।

এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) যখন হযরত আম্মার (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি কাঁদছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আম্মারের চোখ থেকে অশ্রু মুছতে মুছতে বলেন, কাফিররা তোমাকে ধরে ফেলেছিল, এরপর তোমাকে পানিতে চুবাতো আর তুমি অমুক অমুক কথা বলেছিলে, তারা যদি আবার তোমাকে ধরে তবে তুমি তাদেরকে একই উত্তর দিও। [আত তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৮-১৮৯, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত]

এর বিশদ বিবরণ সীরাত খাতামান্ নবীঈনে অন্যান্য রেওয়ায়েতের বরাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আম্মার (রা.) এবং তার পিতা ইয়াসের (রা.) ও মাতা সুমাইয়া (রা.)-কে বনী মখযূম, যাদের দাসত্বে কোন এক সময় হযরত সুমাইয়া ছিলেন, এত কষ্ট দিত যে, এর বিবরণ পড়ে পুরো শরীর শিহরিত হয়ে উঠে। একবার ইসলামের এসব নিবেদিতপ্রাণ সদস্যরা যখন শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিল, ঘটনাচক্রে মহানবী (সা.)ও সেই দিকে আসেন। তিনি (সা.) তাদেরকে দেখে বেদনাঘন কণ্ঠে বলেন, **'সাবরান আলা ইয়াসের ফা ইন্না মওয়েদাকুমুল জান্নাহ্'** অর্থাৎ হে ইয়াসেরের পরিবার! (ধৈর্য ধর), ধৈর্যের আঁচল পরিত্যাগ করো না, কেননা তোমাদের এসব কষ্টের প্রতিদানে খোদা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। অবশেষে ইয়াসের (রা.) সেই কষ্টের মাঝেই ইহধাম ত্যাগ করেন আর বৃদ্ধা সুমাইয়া (রা.)'র উরুতে অত্যাচারী আবু জাহেল এত নির্দয়ভাবে বর্শার আঘাত করে যে, তার দেহ ভেদ করে তা তার লজ্জাস্থানে আঘাত হানে আর সেই নিষ্পাপ নারী সেখানেই কাতরাতে কাতরাতে করে ইহধাম ত্যাগ করেন। এখন বাকি ছিলেন কেবল আম্মার (রা.), তাকেও তারা চরম কষ্ট এবং দুঃখের মাঝে নিপতিত করে এবং বলে, যতক্ষণ মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার না করবে এভাবেই কষ্ট দেয়া হবে। অবশেষে আম্মার (রা.) যারপরনাই বিরক্ত হয়ে কোন অশোভনীয় শব্দ বলে বসেন যার ফলে কাফিররা তাকে ছেড়ে দেয় কিন্তু এরপর হযরত আম্মার (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং অঝোরে কাঁদতে থাকেন। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আম্মার, কি হয়েছে? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। অত্যাচারীরা আমাকে এত কষ্ট দিয়েছে যে, আপনার সম্পর্কে এমন কিছু শব্দ আমি বলে বসি যা ছিল ভ্রান্ত। তিনি (সা.) বলেন, তোমার হৃদয়ের অবস্থা কেমন বলে মনে কর? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার হৃদয় পূর্বের মতোই মু'মিন আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালোবাসায় বিভোর। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই, খোদা তা'লা তোমার এই স্খলনকে ক্ষমা করুন। (হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ১৪১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর 'চশমায়ে মারেফাত' পুস্তকে প্রকাশ দেবজী নামের এক হিন্দু রচয়িতার লেখা পুস্তক 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী' হতে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। প্রথমত তখন তিনি (আ.) জামা'তকে নসীহত করেছিলেন যে, **'বইটি ক্রয় কর**

আর পড়, এটি অমুসলমানের লেখা বই।' (চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃ: ২৫৫)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, সেই উদ্ধৃতিগুলো ব্রাহ্মদের কিতাবের সারাংশ হিসেবে এখানে তুলে ধরা হয় আর তা হল, তিনি লিখেন,

'হযরতের ওপর {অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর ওপর} যে অত্যাচার হতো তা যেভাবেই সম্ভব হোক তিনি সহ্য করতেন কিন্তু নিজ অনুসারীদের দুঃখকষ্ট দেখে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। {মহানবী (সা.) তাঁর নিজের ওপর যে নিপীড়ন ও নির্যাতন হতো তা সহ্য করতেন কিন্তু নিজ সঙ্গীদের ওপর যে নির্যাতন হতো তা তাঁর জন্য ছিল অসহনীয়} আর (তিনি) ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। এসব দরিদ্র মু'মিনেদের ওপর নিপিড়ন-নির্যাতনের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। মানুষ সেসব দরিদ্র লোকদের ধরে জঙ্গলে নিয়ে যেত, বিবস্ত্র করে তপ্ত বালিতে শুইয়ে দিত, তাদের বুকের ওপর প্রস্তরখণ্ড রেখে দিত, তাঁরা দাবদাহের অগ্নিতে ছটফট করত। বোঝার ভারে জিহ্বা বেরিয়ে আসত, এরূপ অসহনীয় অত্যাচারে অনেকের প্রাণবায়ূ বেরিয়ে গেছে। সেসব নির্যাতিতের একজন ছিলেন আম্মার (রা.), যাকে সেই দৃঢ়চিত্ততা এবং ধৈর্যের কারণে, যা তিনি সেই নিপীড়ন ও নির্যাতনের মোকাবিলায় প্রদর্শন করেছিলেন। এরপর তিনি লিখেন, হযরত আম্মার (রা.) বলা উচিত। তারা দড়ি দিয়ে বেঁধে সেই পাথুরে ভূমিতে শুইয়ে দিত এবং তাঁর বুকের ওপর ভাড়ি প্রস্তরখণ্ড রেখে দিত আর বলত, মুহাম্মদকে গালি দাও আর তাঁর বয়োবৃদ্ধ পিতারও একই অবস্থা করা হয়। তার নির্যাতিতা স্ত্রী সুমাইয়ার জন্য এ নির্যাতন দেখা ছিল অসহনীয়, তাই তিনি বিনয়াবনত আকুতি জানান, তখন সেই নিষ্পাপ ঈমানদার নারীকে, যার চোখের সামনে তার স্বামী এবং যুবক সন্তানের ওপর নির্যাতন করা হত, বিবস্ত্র করে চরম নির্লজ্জতার সাথে এমন কষ্ট দেয়া হয় যা বর্ণনা করাও লজ্জাকর। অবশেষে সেই চরম কষ্টের মাঝে ছটফট করতে করতে সেই ঈমানদার স্ত্রীর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। (মুস্তফা চরিত, চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃ: ২৫৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই হিন্দুর বইয়ের এই সারাংশ তুলে ধরেছেন যা সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর জীবনী এবং তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে লিখেছিলেন।

সুফিয়ান তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, **হযরত আম্মার (রা.) সেই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন নিজ গৃহে ইবাদতের জন্য মসজিদ বানিয়েছিলেন**। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল্ এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৮৯, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) হিজরত করে মদীনায় আসার পর হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দিল মুনযের এর বাড়িতে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত হুযায়ফা বিন আল্ ইয়ামান (রা.) এবং হযরত আম্মার (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। মহানবী (সা.) হযরত আম্মারের বসবাসের জন্য এক টুকরা জমি প্রদান করেন।

[১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল্ এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৮৯-১৯০, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

আতা বিন আবী রাবাহ্ বলেন, হযরত আবু সালমাহ্ এবং হযরত উম্মে সালমা হিজরত করেন আর হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) যেহেতু তার মিত্র ছিলেন তাই তিনিও

সাথে যান। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) হযরত উম্মে সালমা (রা.)'র দুধ ভাইও ছিলেন।

{১৯৯৭ সালে থেকে দারুল হারামাইন লিত্তাবাআতিন নাশ্‌র ওয়াত তাওযি' প্রকাশিত আল্ মুসতাদরেক আলাস সহীহাঈন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৭১, কিতাব মা'রিফাতুস সাহাবাহ যিকরে মানাকেব আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), হাদীস নং: ৫৭২০} {১৯৯৮ সালে বৈরুতের আলামুল কুতুব থেকে প্রকাশিত মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৫৯১, মুসান্নাদ উম্মে সালামাহ (রা.) মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী, হাদীস নং: ২৭০৬৪}

ইকরামাহ্ থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) তাকে এবং তার পুত্র আলী বিন আব্দুল্লাহ্‌কে বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)'র কাছে যাও আর তার কথা শোন। আমরা তাঁর কাছে আসি, তিনি এবং তাঁর ভাই তাদের এক বাগানে পানি সেচ দিচ্ছিলেন। আমাদেরকে দেখে তারা আসেন এবং হাঁটু ভেঙে বসে পড়েন (হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন) আর তারা বলেন, মসজিদে নববী নির্মাণের সময় আমরা একটি করে ইট আনতাম আর আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) দু'টি করে ইট আনতেন। মহানবী (সা.) তার পাশ দিয়ে যান এবং তিনি (সা.) তার অর্থাৎ আম্মারের মাথার ধূলো মুছে দেন এবং বলেন, পরিতাপ! বিদ্রোহী দল তাঁকে হত্যা করবে। আম্মার (রা.) তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করবে আর তারা তাকে আগুনের দিকে ডাকবে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাঈর, বাব মাসহুল গুব্বার আনির রা'সি ফি সাবিলিল্লাহ্, হাদীস নং: ২৮১২)

হযরত আম্মার (রা.) এই দোয়া করতেন যে, আমি নৈরাজ্য থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় চাই। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল্ এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৪, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

আব্দুল্লাহ্ বিন আবী হুযায়েল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন মসজিদ নির্মাণ করেন তখন সব মুসলমান ইট-পাথর বহন করছিল আর মহানবী (সা.) এবং হযরত আম্মার (রা.)ও বহন করছিলেন। হযরত আম্মার (রা.) এই রণ-সংগীত পাঠ করছিলেন যে, **'নাহনুল মুসলিমুনা নাবতানীল মাসাজিদা'**। অর্থাৎ আমরা মুসলমান– যারা মসজিদ নির্মাণ করে। মহানবী (সা.) বলতেন, আল্ মাসাজিদা, অর্থাৎ (একই শব্দ) সাথে সাথে তিনিও পুনরাবৃত্তি করতেন। হযরত আম্মার (রা.) ইতোপূর্বে অসুস্থও ছিলেন। কেউ কেউ বলে, আজকে আম্মার (রা.) অবশ্যই মারা যাবে, কেননা অনেক কাজ করছেন, সবে অসুখ থেকে উঠেছে আর অনেক দুর্বলও বটে। একথা শুনে মহানবী (সা.) আম্মার (রা.)'র হাত থেকে ইট ফেলে দেন। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল্ এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯০, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)] এবং তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি এখন বিশ্রাম কর। চরম দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তারা খিদমত করা থেকে বঞ্চিত থাকা পছন্দ করতেন না।

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আম্মারকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল্ এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯১, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) বদর, উহুদ, পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। বয়আতে রিজওয়ানেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। (১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ১২৪, আম্মারাহ্ বিন ইয়াসের)

বয়আতে রিজওয়ান হল, সেই বয়আত যখন হুদায়বিয়া সন্ধির সময় মহানবী (সা.) দূত হিসেবে কথা বলার জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করেন তখন তারা অর্থাৎ কাফিরেরা তাকে আটকে রাখে আর মুসলমানদের মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে একটি বাবলা গাছের নিচে সমবেত করেন এবং বলেন, আজ তোমাদের কাছ থেকে আমি একটি অঙ্গীকার নিতে চাই আর তা হল, কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না বরং জীবন বাজি রাখবে কিন্তু এ স্থান পরিত্যাগ করবে না। এ জায়গা ছাড়বে না। এই ঘোষণার পর বলা হয় যে, সাহাবীরা বয়আত বা অঙ্গীকার করার জন্য পরস্পরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। যখন বয়আত হচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) তাঁর বাম হাত ডান হাতের ওপর রাখেন এবং বলেন, এটি উসমানের হাত, কেননা তিনি উপস্থিত থাকলে পিছিয়ে থাকতেন না। [হযরত মীর্যা বশীর আহমদ এম. এ. সাহেব (রা.) রচিত সীরাত খাতামান নবীঈন, পৃ: ৭৬১-৭৬২]

যাহোক, পরে এই সংবাদ ভুল প্রমাণিত হয়, হযরত উসমান (রা.) ফিরে আসেন। কিন্তু মুসলমানরা তখন এই বয়আত বা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আমরা জীবন বাজি রেখে হলেও এর প্রতিশোধ নিব কারণ এক দূতকে, অর্থাৎ হযরত উসমানকে যিনি দূত হিসেবে গিয়েছিলেন, তাকে তারা শহীদ করেছে বা হত্যা করেছে।

আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে হযরত হাকাম বিন উতায়বাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) চাশতের সময় মদীনায় পৌঁছেন। হযরত আম্মার (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জন্য এমন কোন জায়গা প্রস্তুত করা উচিত যেখানে তিনি ছায়ায় বসতে পারবেন, বিশ্রাম নিতে পারবেন এবং নামায পড়তে পারবেন। এরপর হযরত আম্মার (রা.) কয়েকটি পাথর একত্রিত করেন এবং মসজিদে কুবার ভিত্তি রাখেন। এটিই সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ যার নির্মাতা হযরত আম্মার (রা.)। (১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ১২৬, আম্মারাহ্ বিন ইয়াসের)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আম্মার (রা.)-কে দেখেছি একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের ডাকছিলেন, (তিনি খুব সাহসী মানুষ ছিলেন) আর বলছিলেন, হে মুসলমানের দল! তোমরা কি জান্নাতকে (উপেক্ষা করে) পালাচ্ছ? আমি আম্মার বিন ইয়াসের, আমার কাছে আস। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি দেখছিলাম তার একটি কান কর্তিত অবস্থায় ঝুলছিল তথাপি তিনি যুদ্ধরত ছিলেন। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯২, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

তারেক বিন শাহাব এই কাটা কান সম্পর্কেই বলেন, বনু তামীমের এক ব্যক্তি হযরত আম্মার (রা.)-কে 'আজদা' অর্থাৎ কান কাটা বলে খোটা দেয়। তখন হযরত আম্মার (রা.) তাকে বলেন, তুমি আমার সর্বোত্তম কানের প্রতি কটাক্ষ করেছ। [১৯৯০ সালে বৈরুতের

দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯২, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

অর্থাৎ সেই কান যা খোদার পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কর্তিত হয়েছে, সেটিকে তুমি মন্দ বলছ, এর জন্য আমাকে কটাক্ষ করছ, এটি তো আমার সর্বোত্তম কান।

হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বলেন, আমার এবং হযরত আম্মার (রা.)'র মাঝে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয় এবং আমি তাকে শক্ত কোন কথা বলে বসি। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে যান আর আমিও সেখানে পৌঁছি, তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করছিলেন। সেখানেও আমি রূঢ় আচরণ করি। মহানবী (সা.) নীরবে বসে ছিলেন, কোন কথা বলছিলেন না। হযরত আম্মার কাঁদতে কাঁদতে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি খালেদের আচরণ লক্ষ্য করছেন না? মহানবী (সা.) মাথা তুলে বলেন, যে আম্মার (রা.)'র প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবেন, আর যে ব্যক্তি আম্মার (রা.)'র প্রতি বিদ্বেষ রাখে আল্লাহ্ তার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করবেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বলেন, সেই মুহূর্তে হযরত আম্মার (রা.) যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায় –এর চেয়ে পৃথিবীতে আমার কাছে আর কিছু বেশি প্রিয় ছিল না। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, আমি হযরত আম্মার (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তার কাছে ক্ষমা চাই আর তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান (১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ১২৫, আম্মারাহ্ বিন ইয়াসের)

একস্থানে এর বিশদ বিবরণ এভাবে এসেছে যে, আশতার বলেন, আমি হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি মহানবী (সা.) আমাকে এক যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করেন, (এক যুদ্ধে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন) আমার সাথে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)ও ছিলেন। এ অভিযানকালে আমরা এমন লোকদের কাছে পৌঁছি, যাদের একটি পরিবার ইসলামের (গ্রহণের কথা) উল্লেখ করেন। হযরত আম্মার (রা.) বলেন, এরা একত্ববাদে বিশ্বাসী কিন্তু আমি তার কথার প্রতি আদৌ কর্ণপাত করি নি, তাদের সাথেও একই ব্যবহার করি যা অন্যদের সাথে করেছি। হযরত আম্মার (রা.) আমাকে সতর্ক করে বলতে থাকেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতে এই কথা বলব। এরপর হযরত আম্মার মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে সব কথা অবহিত করেন। হযরত আম্মার (রা.) যখন দেখেন যে, মহানবী (সা.) তাকে সমর্থন করছেন না অর্থাৎ নীরব ছিলেন তখন তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিরে যান। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে ডেকে বলেন, হে খালেদ! আম্মার (রা.)-কে কটূক্তি করো না, কেননা যে আম্মার (রা.)-কে কটূক্তি করে আল্লাহ্ তাকে সেই কটূক্তির শাস্তি দেন আর যে আম্মার (রা.)'র প্রতি বিদ্বেষ রাখে আল্লাহ্‌ও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন এবং যে আম্মার (রা.)-কে নির্বোধ আখ্যা দেয় আল্লাহ্ তা'লা তাকে নির্বোধ আখ্যায়িত করেন। [১৯৯৭ সালে দারুল হারামাইনুত্ তাবা'আহ ওয়ান নাশার ওয়াত তাওযি' থেকে প্রকাশিত আল্ মুসতাদরিক আলাস সহীহাঈন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৭৭, কিতাবুল মা'রেফাতুস সাহাবাহ, যিকরে মানাকেবে উমার বিন ইয়াসের (রা.), হাদীস নং ৫৭৩৭]

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করে বলেন, **ওহে পাক-পবিত্র ব্যক্তি, সুস্বাগতম**। (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাব ফি ফাযায়েলে আসহাবে রসূলিল্লাহি (সা.) ফায্যালা আম্মারিবনা ইয়াসের, হাদীস নং: ১৪৬) মহানবী (সা.) তাকে এই সম্মান প্রদান করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আম্মার (রা.)-কে দু'টি বিষয়ের মধ্য হতে একটি অবলম্বনের স্বাধীনতা দেয়া হলে তিনি সেটিই অবলম্বন করতেন যাতে অধিক হিদায়াত থাকে এবং যা বেশি সঠিক। (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাব ফি ফাযায়েলে আসহাবে রসূলিল্লাহি (সা.) ফায্যালা আম্মারিবনা ইয়াসের, হাদীস নং: ১৪৮)

হযরত আমার বিন শুরাহবিল (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)'র রন্ধ্র রন্ধ্রে ঈমান সঞ্চালিত রয়েছে। (সুনান আন্ নিসাঈ, কিতাবুল ঈমান, বাব তাফায্যালা আহলুল ঈমান, হাদীস নং. ৫০১০)

অর্থাৎ তিনি ষোলআনা ঈমানে নিমজ্জিত। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) সেসব লোকের মাঝে গণ্য হতেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা শয়তানের কবল থেকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন।

ইব্রাহীম আলকামা'র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আমি সিরিয়ায় আসার পর মানুষ বলে, হযরত আবু দার্দা (রা.) বলতেন, তোমাদের মাঝে কি সেই ব্যক্তি ছিল, যাকে আল্লাহ্ তা'লা শয়তানের খপ্পর থেকে নিরাপদ রেখেছেন। যেমনটি মহানবী (সা.) নিজ মুখে বলেছেন অর্থাৎ হযরত আম্মার (রা.) সম্পর্কে। (সহীহ বুখারী, কিতাব: বাদউল খাল্ক, বাবু সিফাতি ইবলিসি ওয়া জুনুদিহি, হাদীস নং: ৩২৮৭)

মহানবী (সা.) যখন মক্কায় অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নেন তখন এই অভিযানের কথা গোপন রাখেন। যদিও সাহাবীরা এ অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হতে যাচ্ছে– এ খবর সার্বজনীন ছিল না। তখন এক বদরী সাহাবী হাতেব বিন বালতাহ্ (রা.) তার অতি সরলতা এবং নির্বুদ্ধিতাবশত মক্কা থেকে আগত এক মহিলার হাতে গোপনে একটি পত্র মক্কা-অভিমুখে পাঠিয়ে দেন যাতে তিনি মক্কায় আক্রমণের পুরো প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেন। সেই মহিলা পত্র নিয়ে চলে যায়। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে এর সংবাদ প্রদান করেন, তিনি (সা.) হযরত আলীকে দু'তিন জনের সাথে যাদের মাঝে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করে পত্র নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, 'বনী হাশেম পরিবারের ছত্রচ্ছায়ায় প্রতিপালিত মক্কা নিবাসী সারা নামের এক মহিলা, মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে মদীনায় আসে। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে পালিয়ে এসেছ? সে বলে– না, আমি মুসলমান হয়ে আসি নি বরং সত্য কথা হল, আমি এখন (সাহায্যের) মুখাপেক্ষী আর আপনার গোত্র সব সময় আমার প্রতিপালন করে থাকে। এখন আমি আপনার কাছে কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য এসেছি। মহানবী (সা.) তখন মানুষকে বলেন আর তারা তাকে কিছু কাপড় এবং টাকা-পয়সা ইত্যাদি দেয়। এরপর সেই মহিলা মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে

যাত্রা করে। যাত্রার প্রাক্কালে বদরী সাহাবীদের একজন হাতেব (রা.) তাকে দশ দিরহাম দেন এবং বলেন, আমি তোমাকে একটি পত্র দিচ্ছি, এটি তুমি মক্কাবাসীদের দিয়ে দিও, সে তার এই কথা মেনে নেয় এবং পত্রটিও নিয়ে যায়। এই পত্রে হাতেব (রা.) মক্কাবাসীদের অবহিত করেছিলেন যে, মহানবী (সা.) মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তোমরা সাবধান হয়ে যাও। সেই মহিলা মদীনা থেকে যাত্রা করতেই, মহানবী (সা.) ঐশী ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পান যে, সে একটি পত্র নিয়ে গেছে। তিনি (সা.) তাৎক্ষণিকভাবে হযরত আলী (রা.)-কে হযরত আম্মার (রা.) ও একটি দলসহ প্রেরণ করেন যেন তাকে ধরে তার কাছ থেকে পত্র নিয়ে নিবে আর যদি সে পত্র না দেয় তাহলে যেন তাকে প্রহার করে। তদনুযায়ী সেই দলটি তাকে পথিমধ্যে ধরে ফেলে কিন্তু সে অস্বীকার করে এবং কসম খায় যে, আমার কাছে কোন পত্র নেই, তখন হযরত আলী (রা.) তরবারি বের করেন এবং বলেন, আমাদেরকে মিথ্যা বলা হয় নি, ঐশী ওহীর মাধ্যমে এই সংবাদ এসেছে, তোমার কাছে অবশ্যই পত্র আছে। তরবারির ভয়ে সে তার খোপা থেকে পত্রটি বের করে দেয়। পত্র পাওয়ার পর যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি হাতেব (রা.)-এর পক্ষ থেকে তখন হাতেব (রা.)-কে ডাকা হয়। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটি কী করলে? হাতেব (রা.) বলেন, খোদার কসম! যখন থেকে ঈমান এনেছি কখনো কাফির হই নি, কথা শুধু এতটুকু যে, মক্কায় আমার গোত্রের কোন রক্ষক বা তত্ত্বধায়ক নেই। এই পত্রের মাধ্যমে আমি শুধু এতটুকু উপকৃত হতে চেয়েছি যে, কাফিররা যেন আমার গোত্রকে কোন কষ্ট না দেয়। হযরত উমর (রা.) হাতেব (রা.)-কে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহানবী (সা.) বারণ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, **যা ইচ্ছে কর আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।** (হাকায়েকুল ফুরকান, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৫২৮-৫২৯)

তিনি মনের অজান্তে এই ভুল করেছিলেন, মুসলমানদের ক্ষতি করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।

হযরত উমর (রা.) হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে একবার কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নির্দেশ জারী করেন যে, আমি আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে আমীর এবং ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে মুয়াল্লিম ও মন্ত্রী নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছি। বাইতুল মালের দায়িত্বও তিনি ইবনে মাসঊদ (রা.)'র ওপর ন্যস্ত করেন। তারা উভয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর সেসব সম্মানিত সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই এদের দু'জনের আনুগত্য, এতায়াত ও অনুসরণ কর। আমি ইবনে উম্মে আবদ [হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)]'র ক্ষেত্রে তোমাদেরকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। আমি উসমান বিন হুনায়েফকে আস্ সওয়াদ (অর্থাৎ ইরাকের সেই অঞ্চলের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যাকে এর সবুজ-শ্যামল ও সতেজতার কারণে সওয়াদ বলা হয়,) এর আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছি। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৩, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

এরপর কুফাবাসীদের অভিযোগের কারণে হযরত উমর (রা.) হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে অপসারণ করেন। পরবর্তীতে একবার হযরত ওমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি যে তোমাকে অপসারণ করলাম, এতে তোমার মনোকষ্ট হয় নি তো? হযরত

আম্মার (রা.) বলেন, আপনি যেহেতু জিজ্ঞেস করেছেন তাই বলছি, আমার তখনো ভালো লাগে নি যখন আপনি আমাকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু আপনি নিযুক্ত করেছেন তাই আনুগত্যের কারণে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলাম আর তখনও আমার ভালো লাগে নি যখন আমাকে অপসারণ করা হয়েছিল। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৪, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

অপছন্দ হলেও তিনি তা বলেন নি, আর অপসারণের ক্ষেত্রেও পূর্ণ আনুগত্য করেছেন। এমনকি হযরত উমর (রা.) যখন স্বয়ং জিজ্ঞেস করেছেন তখন হৃদয়ে যে সত্য লুক্কায়িত ছিল তা প্রকাশ করেছেন।

হযরত উসমান (রা.)'র বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদী, মুনাফিক ও বিদ্রোহীরা যখন মদীনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তখন দুর্ভাগ্যবশত নিজ সরলতার কারণে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)ও তাদের প্রতারণার শিকার হন। যদিও কার্যত তিনি কোনভাবেই তাদের সঙ্গ দেন নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, মদীনার শুধু তিনজন তাদের সাথে ছিল। একজন মুহাম্মদ বিন আবি বকর, যিনি আবু বকর (রা.)-এর পুত্র ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে মানুষ যেহেতু তার পিতার কারণে তাকে শ্রদ্ধা করত তাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন, আমারও বিশেষ কোন মর্যাদা আছে নতুবা বাহ্যত তার কোন পদমর্যাদা ছিল না, মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যও তার লাভ হয় নি, আর পরবর্তীতেও তিনি বিশেষভাবে কোন ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে নি। বিদায় হজ্জের সময় তার জন্ম হয় আর মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় তিনি দুধের শিশুই ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল চার বছর, তাই এই অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী মানুষের তরবীয়ত থেকেও লাভবান হওয়ার সুযোগ তার হয় নি। দ্বিতীয় জন ছিল মুহাম্মদ বিন আবি হুযায়ফা। সেও সাহাবী ছিল না। তার পিতা ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। হযরত উসমান (রা.) তার শিক্ষাদীক্ষার ভার নিজ দায়িত্বে নিয়েছিলেন আর আশৈশব তিনিই তার লালনপালন করেছেন। হযরত উসমান (রা.) যখন খলীফা হন তখন সে তাঁর কাছে কোন পদ দাবী করে। তিনি (রা.) (পদ) দিতে অস্বীকৃতি জানান, এর ফলে সে বাইরে কোথাও গিয়ে কাজ করার অনুমতি চায়। তিনি (রা.) অনুমতি দিলে সে মিশর চলে যায়। সেখানে গিয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন সাবাহ্‌র সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে হাত মিলিয়ে হযরত উসমান (রা.)'র বিরুদ্ধে মানুষকে প্ররোচিত করতে আরম্ভ করে। মিশরবাসীরা যখন মদীনায় আক্রমণ করে তখন এই ব্যক্তি তাদের সাথেই এসেছিল কিন্তু কিছুদূর এসে ফিরে যায় আর এই নৈরাজ্যের সময় সে মদীনায় ছিল না। তৃতীয়জন ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)। তিনি সাহাবী ছিলেন। তার প্রতারিত হওয়ার কারণ হল, {হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটি ব্যাখ্যা করেন} তিনি রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, (রাজনীতি আদৌ বুঝতেন না।) যখন হযরত উসমান (রা.) তাকে মিশর পাঠান যেন তিনি সেখানকার গভর্নরের কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন সাবাহ্ তাকে স্বাগত জানিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে মিশরের গভর্নরের পরিপন্থী করে দেয় কেননা সেই গভর্নর এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা অবিশ্বাসের যুগে মহানবী (সা.)-এর চরম বিরোধিতা করেছিল আর মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাই তিনি খুব স্বল্প সময়েই এদের দ্বারা প্রভাবিত হন। [অর্থাৎ এই গভর্নর যেহেতু একবার মহানবী

(সা.)'র বিরোধিতা করেছিল আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি স্বীয় ভালোবাসার কারণে এই বিরোধীরা হযরত উসমান (রা.) ও গভর্ণরের বিরুদ্ধে যা বলেছে তাতে তিনি তাদের ফাঁদে পা দেন এবং তিনি মনে করেন, এই লোক যেহেতু পূর্বেই বিরোধী ছিল তাই তার হৃদয় হয়ত এখনো সঠিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নি কাজেই সে এমনটি করে থাকবে।] যাহোক, গভর্নরের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টির পর ধীরে ধীরে হযরত উসমান (রা.)'র বিরুদ্ধেও তার হৃদয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে কিন্তু তিনি কার্যত কোনভাবেই নৈরাজ্যে অংশ নেন নি। কেননা মদীনা আক্রমণের সময় তিনি মদীনাতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নিজ গৃহে নীরবে বসে থাকেন এবং নৈরাজ্যবাদীদের মোকাবিলা না করা ছাড়া কার্যত তিনি নৈরাজ্যে কোন অংশ নেন নি। এটি তার দুর্বলতা, মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা পালন করেন নি, তাদেরকে বাধা দেন নি (কিন্তু কার্যত এতে তার ব্যক্তিগত কোন ভূমিকা নেই।) এ দৃষ্টিকোণ থেকে এই নৈরাজ্যবাদীদের অপকর্ম থেকে তার আঁচল সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। (ইসলাম মেঁ এখতেলাফাত কা আগায, আনওয়ারুল উলুম, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৪-৩১৫)

হযরত আলীর (রা.)'র খিলাফতকালে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) হযরত আলী (রা.)'র সফর সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর সাথে জামালের যুদ্ধ ও সিফ্ফিনের যুদ্ধে যোগদান করেন। আবু আব্দুর রহমান আস্ সালামী বলেন, সিফ্ফিনের যুদ্ধে আমরা হযরত আলী (রা.)'র সাথে ছিলাম, আমি আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে দেখেছি, তিনি যে দিকেই যেতেন বা যেদিকেই মুখ করতেন, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তাঁর পিছু অনুসরণ করতেন, যেন তিনি তাদের জন্য ছিলেন এক পতাকাস্বরূপ (১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ১২৬, আম্মারাহ্ বিন ইয়াসের)

আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা বর্ণনা করেন, সিফ্ফিনের যুদ্ধে আমি হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে দেখেছি। (এটি সেই যুদ্ধ, যা হযরত আলী এবং সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়ার মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি দেখেছি) তিনি বেশ বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা বর্ণনা করেন, তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন, তাঁর (গায়ের) রং ছিল গোধূম বর্ণের। হযরত আম্মার (রা.)'র হাতে ছিল বর্শা আর তার হাত কাঁপছিল। হযরত আম্মার (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি এই বর্শা সহ মহানবী (সা.)-এর পাশে থেকে তিনটি যুদ্ধ করেছি, এটি চতুর্থ যুদ্ধ। সেই সত্তার কসম! যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, এরা যদি আমাদেরকে মারতে মারতে হাজরের খেজুরের শাখা পর্যন্ত পিছনে হটিয়ে দেয় এরপরও আমি এটিই মনে করব যে, আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর এরা রয়েছে মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৪, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.),] [১৯৯৭ সালে দারুল হারামাইন লিত্তাবাআতি ওয়ান নাশার ওয়াত্তাওযি' থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮০, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবাহ, যিকরে মানাকেবে আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.), হাদীস নং. ৫৭৪৫]

আবুল বাখতারি বলেন, সিফ্ফিনের যুদ্ধের সময় হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) বলেন, আমার পান করার জন্য দুধ আন কেননা মহানবী (সা.) আমাকে বলেছিলেন, পৃথিবীতে যেই শেষ পানীয় তুমি পান করবে তা হবে দুধ। অতএব দুধ আনা হয় আর হযরত আম্মার (রা.) সেই দুধ পান করেন অতএব দুধ আনা হল আর হযরত আম্মার (রা.) সেই

দুধ পান করলেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৫, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আম্মার (রা.)'র কাছে দুধ আনা হলে হযরত আম্মার (রা.) হাসেন এবং বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছিলেন, তোমার সর্বশেষ পানীয় যা তুমি পান করবে তা হবে দুধ। (আজকে আমি এই অবস্থায় শাহাদত বরণ করছি এটি ভেবে তিনি আনন্দিত ছিলেন) [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৫, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) সিফ্ফিনের যুদ্ধের সময় বলেন, জান্নাত তরবারির চমকের নিচে অবস্থিত আর পিপাসার্ত (ব্যক্তি) প্রস্রবণের কাছে পৌঁছে যাবে। আজ আমি আমার প্রিয়দের সাথে মিলিত হব, আজকে আমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর জামা'তের সাথে মিলিত হব। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৫, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

আব্দুর রহমান বিন আবযী তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) সিফ্ফিন অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে ফুরাত নদীর তীরে একথা বলেন, হে আল্লাহ্! আমি যদি জানতাম, আমার এই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে যাওয়া তোমার দৃষ্টিতে বেশি পছন্দনীয় তাহলে আমি অবশ্যই এমনটি করতাম। আর আমি যদি জানতাম, তোমার সন্তুষ্টি এতে নিহিত যে, এখানে বিশাল এক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আমি তাতে নিজেকে নিক্ষেপ করি তাহলে আমি অবশ্যই তা করতাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি জানতাম যে, আমার নিজেকে পানিতে ফেলে নিমজ্জিত করার মাঝেই তোমার সন্তুষ্টি নিহিত তাহলে আমি অবশ্যই তা করতাম। আমি শুধু তোমার সন্তুষ্টির খাতিরে এই যুদ্ধ করছি। আমি চাই তুমি যেন আমাকে ব্যর্থ না কর আর আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টিই কামনা করি। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৫, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে আবু গাদীয়া মাযনী শহীদ করেছিল। সে তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করে– এতে তিনি পড়ে যান। এরপর আরেক ব্যক্তি হযরত আম্মার (রা.)'র ওপর আক্রমন করে তার শিরোচ্ছেদ করে। এরপর এরা দু'জনই বিতণ্ডারত অবস্থায় মুয়াবিয়ার কাছে আসে। উভয়েই তাকে হত্যা করেছে বলে দাবি করছিল। হযরত আমর বিন আস বলেন, (তখন হযরত আমর বিন আস সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও মুয়াবিয়ার সাথে ছিলেন, কিছু ভুল ধারণার কারণে মুয়াবিয়ার কাছে ছিলেন কিন্তু তার মাঝে পুণ্য ছিল যা এই বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়।) হযরত আমর বিন আস (রা.) বলেন, খোদা তা'লার কসম! এদের উভয়েই কেবল অগ্নি সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত। (অর্থাৎ তারা আম্মার (রা.)-কে শহীদ করে প্রত্যেকে দাবি করছিল যে, আমি শহীদ করেছি, শুনে রাখ! তোমাদের উভয়ে কেবল আগুনের জন্য বিতণ্ডায় লিপ্ত।) হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আমর বিন আস(রা.)'র একথা শুনে ফেলেন। তাদের উভয়ে যখন ফিরে যায় তখন মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আমার বিন আস (রা.)-কে বলেন, তুমি যেমনটি বলেছো, এমনটি আমি (পূর্বে) কখনো দেখি নি, মানুষ

আমাদের জন্য জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছে আর তুমি তাদের উভয়কে বলছো যে, তোমরা আগুন হস্তগত করার জন্য বিতণ্ডায় লিপ্ত। হযরত আমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! বিষয়টি এমনই, খোদার কসম! তুমিও তাকে জান। আর ভালো হতো যদি আমি এর বিশ বছর পূর্বে মারা যেতাম এবং এমন মুহূর্ত না আসত যখন আমরা এভাবে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হচ্ছি। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৬, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতকালে অর্থাৎ সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে, ৩৭ হিজরীতে, ৯৪ বছর বয়সে হযরত আম্মার (রা.)'র ইন্তেকাল হয়। কারো কারো মতে তার বয়স ছিল ৯৩ বা ৯১ বছর। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে সিফ্‌ফিনেই সমাহিত করা হয়। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ২০০, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)] [(১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ১২৭, আম্মার বিন ইয়াসের)

ইয়াহিয়া বিন আবেস বর্ণনা করেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে যখন শহীদ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, আমাকে আমার পোশাকেই সমাহিত করবে কেননা আমি প্রভুকতৃক প্রশংসিত হবো। হযরত আলী (রা.) হযরত আম্মার (রা.)-কে তার পরিহিত পোশাকেই দাফন করেন। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৮, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)] [(১৯৯৬ সালে বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ১২৭, আম্মারাহ্ বিন ইয়াসের)

আবু ইসহাক বলেন, হযরত আলী (রা.) হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) এবং হযরত হাশেম বিন উতবা (রা.) উভয়ের নামাযে জানাযা পড়িয়েছেন। হযরত আম্মার (রা.)-কে তিনি নিকটে রাখেন এবং হযরত হাশেমকে তার সামনে রাখেন আর উভয়ের জানাযা এক সাথে পাঁচ, ছয় বা সাত তকবীরে পড়ান। [১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল এহইয়াউত তারাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৮, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)]

অতএব তারা ছিলেন সেসব সাহাবী যারা সত্যের খাতিরে যুদ্ধ করেছেন আর সত্যের জন্য জীবন দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)'র সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো কিছু রেওয়ায়েত বা ঘটনা রয়েছে, সেগুলো ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে বর্ণনা করব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লণ্ডনের তত্ত্বধানে অনুদিত)